5

তারিখ ... AUG. 28 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

দৈনিক ইনকিলাব

সেমিনারের অভিমত

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা খাতে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ নুরুদ্দীন আহমদ দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে এই খাতে যে টাকা বরাদ্দ পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। গবেষণা করা ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উচিত আলাদা তহবিল বা খাত সৃষ্টি করা এবং এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা করা।

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি গতকাল (শুক্রবার) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল সেমিনার রুমে "একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা" শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমদ। সেমিনারে মূল নিবন্ধ পাঠ করেন বুয়েটের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ ইকবাল মাহমুদ। মূল নিবন্ধ পাঠের পর এর উপর আলোচনায় অংশ নেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষকবৃন্দ।

শিক্ষকবৃন্দের আলোচনার পর তাদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশমালা পাঠ করেন বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান।

বুয়েটের ভিসি প্রফেসর নুরুদ্দীন আহমদ বলেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার প্রদত্ত অর্থের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয় বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে। ফলত গবেষণার জন্য তেমন কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ ও সমন্বয় সাধনের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

মূল নিবন্ধে ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়নে আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার, মান ও হার বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারও বাড়বে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সূচক তুলে ধরে বলেন,

সুইডেনের সূচক এক্ষেত্রে ১১২০ হলেও বাংলাদেশের সূচক মাত্র ১১০। তিনি তার নিবন্ধে মানব সম্পদের শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাপকাঠি তুলে ধরেন এবং একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের যে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে তার ওপর আলোকপাত করেন।

মূল নিবন্ধ পাঠের পর এর ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর খলিলুর রহমান, ডঃ হাবিবুর রহমান, ডঃ আনোয়ার হাসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হামিদা বানু, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ আবদুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মনজুরুল হক, বুয়েটের প্রফেসর মুঃ গোলাম মহিউদ্দিনসহ দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ। শিক্ষাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে সেমিনারে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত সুপারিশমালা হচ্ছে ঃ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি, শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, পাঠ্যপুস্তকে যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধসহ দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, টিউশন ফি বৃদ্ধি, এ ব্যাপারে সরকারের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ ও সমন্বয় সাধন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও অনিয়ম দূরীকরণ, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য শিক্ষা সারচার্জ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীদের লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, গ্রেড পদ্ধতি চালু, প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলা, গবেষণা ও উন্নয়নে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিআইটিগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণ।